দৈনিক
ইনকিলাব

AUG 24 2006

দাবী না মানলে ১৬ সেপ্টেম্বর মহাঅবস্থানে কঠোর কর্মসূচী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মান কোন অবস্থায়ই মেনে নেব না

—জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নেতৃবৃন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মান প্রদানের মাদ্রাসা বিধ্বংসী সিদ্ধান্ত কোন অবস্থায়ই মেনে নেয়া হবে না। নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাজিল কামিলের মান দেয়ার মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। নেতৃবৃন্দ এ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জোর দাবী জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যদি চক্রান্তকারীদের জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ শেষে মহাঅবস্থান থেকে কঠোরতম কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল সকাল ১০টায় রাজধানী ঢাকার মুক্তাঙ্গনে ঢাকা মহানগরী জমিয়তের সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা ইউনুছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় নেতৃবৃন্দ একথা বলেন। বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব এ প্রতিবাদ

১১-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ইনকিলাব : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফাযিল কামিলের মান দেয়ার মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত বাতিল এবং স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে গতকাল মুক্তাঙ্গনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়

মাদ্রাসা ধ্বংসে জামায়াতী ষড়যন্ত্র

২-এর পৃষ্ঠার পর

ল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী। জোট রকারের শেষ সময়ে ফুলতলীর এ আন্দোলন াগামী নির্বাচনে সরকারের ওপর নেতিবাচক ভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ান্দোলনের উত্তাপ সিলেট থেকে দেশব্যাপী ড়িয়ে পড়ারও আশংকা রয়েছে। আন্দোলনের রাবাহিকতায় গতকাল (রোববার) সিলেটে ড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত য়েছে। আজকের সিলেটের সমাবেশে আল্লামা লতলীর উপস্থিতিতে পরবর্তী কর্মসূচীর ধ্যমে আন্দোলন ব্যাপকতা দেশব্যাপী ছড়িয়ে য়া হবে।

শের লাখ লাখ মাদ্রাসার ওপর প্রভাব বিস্তারে রবার ব্যর্থ হয়েছে জামায়াত। পীর-বুজুর্গ লেম ওলামাদের সতর্ক অবস্থানে জামায়াত ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ। ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে মায়াতে ইসলামী মাঠ পর্যায় থেকে সিলেটের র্গ ও আলেম-ওলামাদের সাথে যোগাযোগ রায়। অবশেষে জামায়াত সিলেট শাহজালাল শ্ববিদ্যালয়ের নামকরণবিরোধী আন্দোলনে লোমপন্থীদের সাথে দূরত্ব কমিয়ে নিতে সফল । নামকরণবিরোধী আন্দোলনের প্রথমে এনপি-জামায়াত শুরু থেকে নামলেও এ ন্দোলন নেহাত রাজনৈতিক আন্দোলন সেবে স্থান পায়। কিন্তু আল্লামা ফুলতলী ন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রপথের আন্দোলনে শরীক হওয়ায় উত্তাল য় ওঠে শাবি আন্দোলন। আন্দোলনের লতা দিতে আল্লামা ফুলতলীর নেতৃত্বে পাশাপাশি এ আন্দোলনের সফলতার ঢেউ সরকারবিরোধী আন্দোলনে দেশব্যাপী প্রভাব পড়ে। এর পর সরকার পরিচালনায় অংশীদারিত্ব পায় জামায়াত। সরকারের অংশীদার হয়ে জামায়াত দেশের মাদ্রাসাগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারে মরিয়া হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সিলেটের অসংখ্য মাদ্রাসার নানা স্বার্থে তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। জামায়াতী ষড়যন্ত্রগুলো আলেম-ওলামারা আঁচ করলেও নানাভাবে আবেদন-নিবেদন ও সভা-সমিতিতে সরকারকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সকল অনুরোধ উপেক্ষা করে জামায়াত বুদ্ধিভিত্তিক চাপের দ্বারা সরকারকে বাধ্য করে জামায়াতী প্রেসক্রিপশন মেনে মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত জামায়াতী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্ষোভে গর্জে ওঠে সারাদেশের মতো সিলেটের আলেম সমাজ। মাদ্রাসা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র রুখতে আলেম-ওলামাদের নিয়ে রাজপথে নেমে এলেন প্রখ্যাত আলেম আল্লামা ফুলতলী চৌধুরী। আজকের মহাসমাবেশ হতে জামায়াতী আগ্রাসন থকে মাদ্রাসাগুলো রক্ষার জন্য দেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। সেই সাথে জামায়াতী ষড়যন্ত্রের কূটকৌশল তুলে ধরা হবে মহাসমাবেশে।